

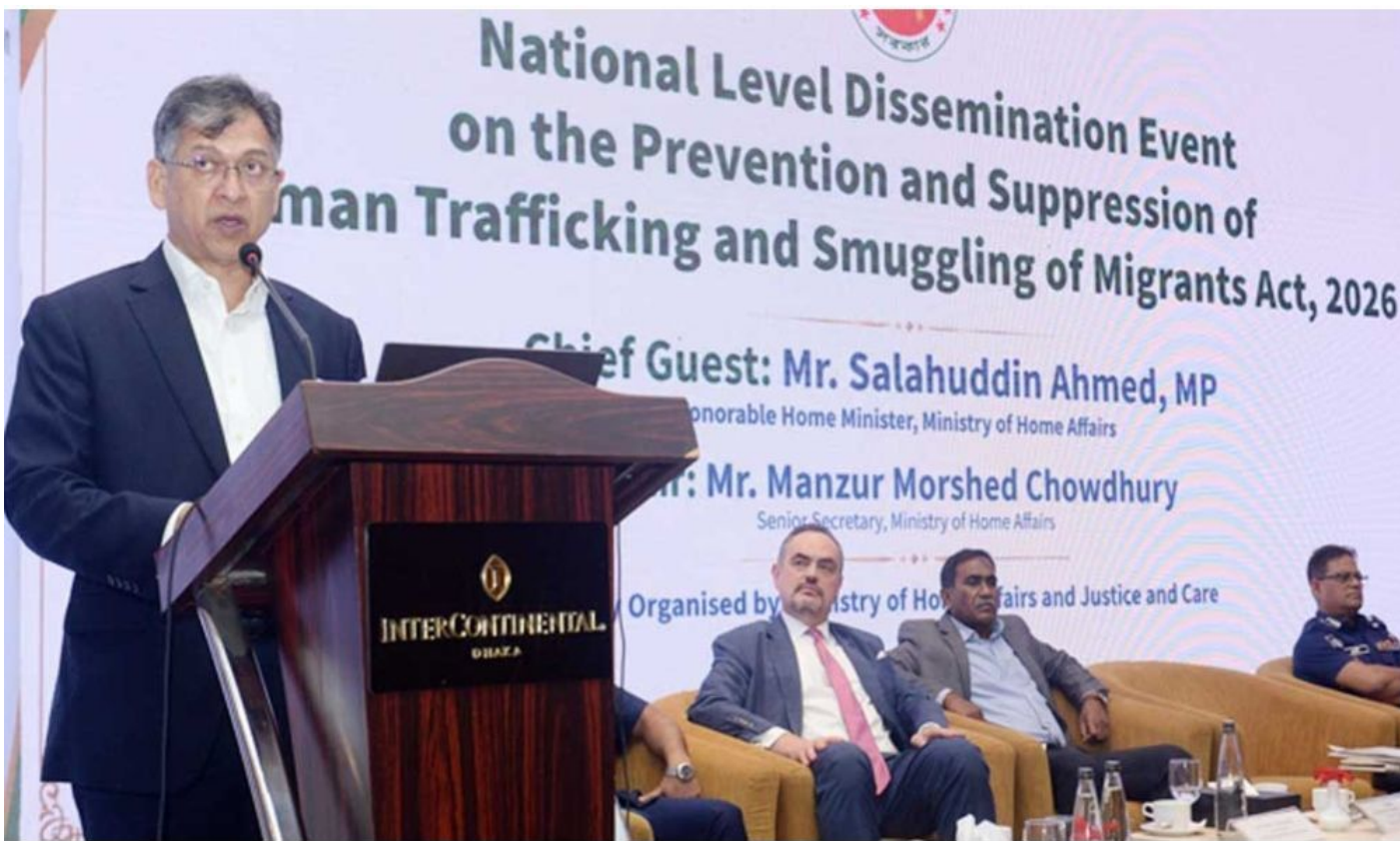
জাতীয়

চোরাচালান ও পাচার রুখতে নতুন আইন কার্যকর ভূমিকা রাখবে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী



প্রতিবেদক: Dhaka Probe

প্রকাশের তারিখ: রোববার, ৩০ আগস্ট ২০২৬, ০৫:২৩ PM



মানব পাচার এবং অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২৬ বিষয়ক জাতীয় অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: বাসস

সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ও প্রযুক্তির অপব্যবহার রুখতে এবং মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমনে নতুন আইন কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, অপরাধী চক্রের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল কৌশলের সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতাকেও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করা হয়েছে।

আজ বুধবার (১৫ জুলাই) সকালে রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আয়োজিত মানব পাচার এবং অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২৬ বিষয়ক জাতীয় অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান মোকাবিলায় আধুনিক আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে বাংলাদেশের অঙ্গীকার আরও

জোরদার করার লক্ষ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার বাংলাদেশ যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এসময় শক্তিশালী আইন, কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় এবং ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার মাধ্যমে মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান দমনে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় ও অবিচল অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন মন্ত্রী।

তিনি বলেন, সদ্য প্রণীত মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালান প্রতিরোধ ও দমন আইন, ২০২৬-এসব গুরুতর আন্তর্জাতিক অপরাধ মোকাবিলায় বাংলাদেশের প্রচেষ্টায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।

তিনি আরও বলেন, নতুন আইনটির সফল বাস্তবায়নের জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ, উন্নয়ন সহযোগী এবং নাগরিক সমাজের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা অপরিহার্য।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, নতুন আইনটি মানব পাচার ও অভিবাসী চোরাচালানকে পৃথক অপরাধ হিসেবে সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত, অভিবাসী চোরাচালানকে অপরাধ হিসেবে দমন ও বিচারের জন্য একটি সমন্বিত আইনগত কাঠামো প্রতিষ্ঠা, তদন্ত ও বিচার পরিচালনার ক্ষমতা জোরদার, ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সুরক্ষা আরও শক্তিশালী এবং আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার সুযোগ সম্প্রসারিত করেছে।

জাতীয় পর্যায়ে এই অবহিতকরণ অনুষ্ঠানটি আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে নতুন আইন সম্পর্কে একটি অভিন্ন ও সুস্পষ্ট ধারণা তৈরির গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ সৃষ্টি করে। এতে অংশগ্রহণকারীরা আইনটির মূল বিধান ও বাস্তবায়ন কাঠামো নিয়ে মতবিনিময় করেন। তদন্ত থেকে বিচার নিষ্পত্তি পর্যন্ত ফৌজদারি বিচারপ্রক্রিয়ার প্রতিটি ধাপে সমন্বয় জোরদার করাসহ আইনটির কার্যকর প্রয়োগের অগ্রাধিকারগুলোও আলোচনায় উঠে আসে।

অনুষ্ঠানে জাস্টিস অ্যান্ড কেয়ার বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম নতুন আইন প্রণয়নের প্রেক্ষাপট, যৌক্তিকতা এবং প্রধান বিধানসমূহ উপস্থাপন করেন। এরপর আইন বাস্তবায়নের অগ্রাধিকার এবং আন্তঃপ্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় বিষয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ বিভাগের আরও খবর



১৯ ব্যাংকের কার্ড-এটিএম সেবা বন্ধ থাকবে ছয় দিন

সিস্টেম আধুনিকায়ন ও প্রযুক্তিগত রক্ষণাবেক্ষণের কারণে দেশের ১৯টি ব্যাংকের কার্ড, এটিএমসহ বিভিন্ন প্রযুক্তিনির্ভর সেবা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকবে।...



গাইবান্ধার [এক টাকার শিক্ষক] লুৎফুর রহমানকে বিশেষ সম্মাননা
দীর্ঘ পাঁচ দশকেরও বেশি সময় ধরে মাত্র এক টাকার বিনিময়ে সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পড়িয়ে আসা গাইবান্ধার [এক টাকার শিক্ষক]
হিসেবে পরিচিত লুৎফুর রহমান...



শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের [প্রয়োজন ও প্রিয়জন] হয়ে উঠুন: প্রধানমন্ত্রী
শিক্ষকদের তাদের শিক্ষার্থীদের [প্রয়োজন ও প্রিয়জন] হয়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। বিশ্ব শিক্ষক দিবস
উপলক্ষে সোমবার (৫ অক্টোবর)...



২৭ কাঠা জমি দখলের অভিযোগ, নিরপেক্ষ তদন্ত ও আইনগত ব্যবস্থা চায় ভুক্তভোগীরা
রাজধানীর অদূরে একটি আবাসন প্রকল্পের প্রায় ২৭ কাঠা জমি দখলের চেষ্টা, ভয়ভীতি প্রদর্শন ও বিভিন্ন ধরনের অনিয়মের
অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় প্রকৃত মালিক...